নক্ষত্রের ভিড়ে

কাননকুমার ভৌমিক

নক্ষত্রের প্রবণতা হল দলবদ্ধ হওয়া, যা শুধু জঙ্গলের
প্রাণীরাই মেনে চলে, আমরা মানিনা, আমাদের মগজের
কোষেরা নক্ষত্র নয়, তাই অন্ধকারে একা হাঁটে, আমরা হঠাৎই
ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে আলাদা করি নিজেদের, যেমন সুপার
নোভা, যা ভেরিয়েবল, যা দীপ্তিতে বেড়ে যায়, দশ
কিংবা কুড়ি গুণ, আমরা তেমনই বাড়ি বা বাড়তেই চাই,
আকাশ বাহুতে ধরতে চাই মধ্যরাত্রে, যেমন তারারা
আকাশে নিঃসঙ্গ থাকে, তেমন নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন, রাতের আকাশে,
অনেক নক্ষত্র, সবাই নিঃসঙ্গ, চারিদিকে দেয়ালের ব্যারিকেড,
যূথবদ্ধ, তবু ভিড়ের ভিতরে একা, আমাদের এই শুভ্র পথ,
যে পথে আলোর নদী, স্রোতের বিরামহীন পথ চলা,
বা আকাশগঙ্গা, নাকি স্বর্গগঙ্গা, নাকি ছায়াপথ,
যেমন ইয়াকুতরা চলে ঈশ্বরের পদচিহ্ন ধরে, তেমন নক্ষত্র,
নাকি আমরা, সকলে, পিতৃপুরুষ তর্পণে চলি, একা একা,
একসাথে থাকি, তবু গোষ্ঠিভুক্ত নই, নন্দীগ্রামে পাশাপাশি
থাকি, বাজারে মিলিত হই, হাটে মাঠে, অসুখে বিসুখে,
সহযাত্রী হই পানমশলার চেয়ারে, আকণ্ঠ গলায় ঢালি
সোমরস, করি তাত্ত্বিক উচ্ছ্বাস, তবু ধমনীতে ভিটেমাটি
টানেনা কখনো, কেননা আমরা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থাকি,
মিশিনা, নক্ষত্রদের মত, রক্তে রক্তে, যেমন গ্যালাক্সি,
তাই একা, পৈতৃক বসতবাটি নীলামে চড়াই, তারপর শীতলপাটিতে
নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়ি, হিমার্ত তমোঘ্ন ক্ষুধা আমাদের
শিরা উপশিরাকে একক করে, একা একাই আমরা হেঁটে চলি
রাস্তায় রাস্তায়, গ্রাম গঞ্জে, একা একাই অসংখ্য ভিড়ে
মিশে যাই, অসংখ্য চিহ্ন ক্রমাগত ফেড আউট হতেই থাকে,
আমাদের লাল হলুদ জামা একাকার হয়ে যায় নক্ষত্রের ভিড়ে

মাদুর

রঞ্জিতকুমার সরকার

সার বাঁধা জটিলতা ফেরি করছে বাচাল প্রহর,
লক্ষাধিক মুদ্রাদোষ খিদেয় কুঁকড়ে যায়
শতচ্ছিন্ন মান্দাসের নিচে—
হাতটি সরিয়ে রাখো
সিঁড়িভাঙা অঙ্কের চালিয়াৎ সারাৎসার থেকে।
বশ্যতার ছেঁড়া জাল তুলে দেয় সম্পন্ন ভাসান
স্বেচ্ছাসেবী ফাৎনাটি
মাদলের চাটিগুলি বিছিয়েছে টোপের ওধারে,
লয়ের গোপন গলি অন্তরাকে ফাঁকি দিতে চায়
সুঠাম প্যাকেটে মোড়া রাজকীয় জরিপের স্বাদ
হঠাৎ জাগিয়ে দেবে নিষ্ঠাবান ভাতঘুম,
দূরদর্শী বোধিকার নিষ্কাম মাদুরটি জানে
বিশ্বাস বিছিয়ে - দেওয়া
যাপনের তুষ্ট সামগানে।

সময় যখন ফেরার

বিতোষ আচার্য

যাত্রা করে এসেছিল ভোরের আলো ফুটলে, ভেবেছিল
মহার্ঘ কিছু পাবেই; দিন ডানা মুড়বার আগেই
চলে গেছে অনেকে যে যার প্যাঁট্‌রা গুছিয়ে, রয়ে গেছে কেউ কেউ
ঘেউ ঘেউ করছে কুকুর ধুলোওড়ানো পথের দিকে তাকিয়ে
মানুষের স্বেদসিক্ত শরীরের অদ্ভুত বাস উড়ছে হাওয়ায়
কলকল্‌ করে ওঠা তাদের কণ্ঠের জাদু
গানের পর্‌দায় ঝংকার তুলে চলেছে এখনও

শতাব্দীর চৌকাঠ ডিঙিগয়ে এদিকে এলাম তাও তো বছর কয়েক
তারও বহু বহু বছর আগে থেকে হন্যে হয়ে ফেরা ঝুলি নেড়ে নেড়ে
পরম গ্রন্থের তন্ন তন্ন উল্টে যাওয়া পাতা, চাঙচাঙ মাটির থেকে
তত্ত্বের ছাঁকনিতে সার সংগ্রহ করে তুলে রাখা যাদুর জালায়:
জীবনভর ভুলের পরে ভুল, অজস্র ভুলের ভারে কাঁধের চামড়ায়
পাথর সমান কড়া, হাতপাগুলো নুলো, অথচ...
অথচ বুকের বাঁ-দিকে খাঁচার ভিতরে অভুক্ত পাখিটা
ডানা ঝাপটায় এখনও, এখনও আমার সরস সবুজ
মগজের পাতায় বিলি কেটে যায় নরম স্নিগ্ধ আঙুলে

সবুর সয়নি অনেকের, তারা তো খোলকরতালে
ঠাকুর বিসর্জন দিয়ে খেজুরের কাঁটা চিবিয়েই মাত—
সময় যখন ফেরার, না হয় দণ্ড কয়েক
অতিরিক্ত আদায় দিলাম-ই বা।।

যবনিকা-পতন সংবাদে

শুভ বসু

এই শ্রাবণের দশদিক ছাওয়া অবিরাম ধারাপাতে
নেমে এলে পরে অবিনশ্বর শ্বেত তণ্ডুল, সোনালি গোধূম
অন্দর মহলে ক্রমে ব্যঙ্গমা ব্যঙ্গমীদের লাল কমল নীল কমলের
কথা ও কাহিনীগুলি নূতন মাত্রায় সেজে নূতন উৎসাহে জড়ো হলে
আবার নূতন করে নূতন জিজ্ঞাসাগুলি অনন্য নূতন মাত্রা চায়।

অথচ এমন সব স্বপ্নপুরণ লগ্নের কাছাকাছি এসে গেছি মনে হয়ে গেল
হঠাৎ সংশয় এসে কোন হিংস্রতার থাবা বাড়ায় উদ্যত সরগমে।

মানুষের কাছে, শুধু মানুষেরই সমীপে যাবার জন্য
এই যে দিনরাত সারাটা প্রাণমন গভীর ধারাপাত প্রার্থনায়
শুধু বীজে প্রাণ সঞ্চারের জেদ আর স্বপ্নে বুঁদ হয়ে গেল
যে মুহূর্তে স্বপ্নগুলি প্রত্যয়ের ভিৎ পেয়ে কোথাও আশ্রয়
আছে এই ভরসায় আলো অন্ধকারের চৌকাঠে
পা রেখে দিগন্তময় বিশাল প্রাঙ্গনটির সামনে পৌঁছে শেষে
আকাশ নক্ষত্র আর প্রার্থিত জগৎ পেয়ে গেছি
এই বোধে চরিতার্থতার স্বাদ পেয়ে ধন্য হয়,
তখনই দিগন্ত থেকে সুবিশাল যবনিকা নেমে আসে।

এত কথা কেন?

শতরূপা সান্যাল

এত কথা কেন, এত কি বা কথা
ঘর ভেঙে দেওয়া বাতাসের সাথে?
যে বাতাস ফিস ফিস কানে কানে
ঘুম বাঙানিয়া ঠিক মাঝরাতে?

বাসন - কোসন চাল-চুলো ছাদ
এখন টানেনা বিবাগী বিছানা
ঘরে ও বাজারে পথে বা মেলায়
হঠাৎ হারায় ঘরের ঠিকানা।

ঘর সে হোক না যেমন তেমন-ই
দিবস ফুরোলে সে ঘরেই ফেরা
পথ চেয়ে প্রিয়া, কচি মুখগুলি,
বৃদ্ধ মা-বাপ, আরো স্বজনেরা—

আবিষ্ট তুমি ভুলে গেলে সব
নিশির ডাকের মায়াবী বাতাসে—
সব তছনছ হয়ে যাবে জানো
তবু এত কথা এত ফিসফাসে

উন্মাদের আকাশী অভিযান

কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষুদার্ত যুবা এক— এইমাত্র তার পরিচয়;
ফাগুন - আবেশ মেখে নগরীর রঙীন সময়ে
আবিরের নিষিদ্ধ রঙ মুছে দিয়ে দেয়াললিখনে
সেতুর স্তম্ভশীর্ষে পাওয়া গেল নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

'শপিং মল' —শিল্পায়নে দিকভ্রান্ত ত্রস্ত এই যুবা
অবসাদগ্রস্ত হতে কিছু বাকি; আজকে নতুবা
ভেসে যেতে জলে কিম্বা মেট্রো - রেলে, উদ্বন্ধনে।
ভাগ্যে এমন সাধ জাগেনাকো ভবঘুরে মনে—
পথেই শয্যা তার, আকাশী উচ্চতা তাকে ডাকে
যেখানে সেতুর শীর্ষ ছুঁয়েছে সূর্যের আত্মাকে।

শীলিভূত, উদগ্রীব জনস্রোত — দেখে চক্ষুস্থির
সন্ত্রাসবাদী, নাকি শিম্পাঞ্জি হয়েছে বাহির!
দড়া - টানাটানি করে সেতুচূড়ে পৌঁছেছে কারা—
স্বস্তি মেলে এতক্ষণে, ফূর্তি চাই—বাজাও নাকাড়া।

মহাজাগতিক

অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

একটু ত্যারচা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা লোক
অশ্বত্থের তলে;
স্থিরচিত্র হলে

মনে হত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।
কী কাজে এসেছে সে—এতখানি পায়েচলা পথ পার হয়ে
হঠাৎ কী হল তার—সে কথা গিয়েছে বুঝি ভুলে?
অথবা যখন
বাড়ি থেকে বার হয় তার স্ত্রী কী এমন বলেছিলো তাকে
যা মনে তোলপাড় করে ভুলিয়ে দিয়েছে সবকিছু?

হ্যাঁ-হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা
তবু স্পষ্ট বাঁচা
স্পষ্ট বাঁচে অশ্বত্থের পাতা
মাঠের বিপুলে রোদ বাতাসের পাপড়ি খুলে দিলে
জলেস্থলে সর্বতলে রূপালি ইলিশ ওঠে কেঁপে।